দামুড়হুদায় মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থার মত বিনিময় সভা

মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা দামুড়হুদা শাখার আয়োজনে সাংবাদিকদের সাথে বাৎসরিক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১১টায় দামুড়হুদার গুলশান পাড়ায় অবস্থিত সংস্থার কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে এই মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রকল্প সমন্বয়কারি উম্মে ছালমা। বিশেষ অতিথি ছিলেন, সমন্বয়কারি ফরহাদ আলী খাঁন ও দামুড়হুদা অফিস প্রধান দিল তৈহিদা পারভীন।

সভায় প্রধান অতিথি জানান, গত এক বছরে (২০২৩) মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা দামুড়হুদা শাখা ২৫টা অভিযোগ পেয়ে মিমাংসা করেছেন ১০টি, মিমাংসা না হওয়ায় কোর্টে মামলা করেছেন, ৪টি খারিজ করেছে ১২টি চলমান রয়েছে। একজনকে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা দেনমোহর খোরপোষ আদায় করে দিয়েছেন।

এছাড়া গত এক বছরে (২০২৩) মুক্তি নারী ও শিশু উন্নয়ন সংস্থা দামুড়হুদা শাখা গত এক বছরে বাল্য বিবাহ বন্ধ করেছেন ৪টি, দাম্পত্য কলহ নিরসন ১৪টি, জমি সংক্রান্ত বিরোধ মিমাংসা ২টি, সামাজিক কলহ নিরসন ৫টি ও যৌতুক বিহীন সম্পন্ন ২টি।

দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬

ডিগ্রিতে কাঁপছে চুয়াডাঙ্গা

চুয়াডাঙ্গায় বইছে মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ। হাড় কাঁপানো শীত ও ঘন কুয়াশার সঙ্গে হিমেল হাওয়ায় স্থবির হয়ে পড়েছে এখানকার জনজীবন।

আজ মঙ্গলবার (২৩ জানুয়ারি) সকাল ৬টায় এ জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর সকাল ৯টায় এ তাপমাত্রা আরো কমে দাঁড়ায় ৬ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৭ শতাংশ।

এটাই চলতি শীত মৌসুমে জেলার সর্বনিম্ন তাপম◌াত্রা বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদফতর। তীব্র শীতের ফলে জেলার সব প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের সিনিয়র আবহাওয়া পর্যবেক্ষক রাকিবুল হাসান জানান, মঙ্গলবার সকাল ৬টায় এ জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৬ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৬ শতাংশ। সকাল ৯টায় এ তাপমাত্রা আরো কমে দাড়ায় ৬ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার তবিবুর রহমান জানান, মঙ্গলবার চুয়াডাঙ্গার তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নামায় প্রতিষ্ঠান প্রধানদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে বিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়। আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও জানান তিনি।

দর্শনার ছয়ঘরিয়ায় বিষপানে ব্যবসায়ীর মৃ*ত্যু

দর্শনার ছয়ঘরিয়ায় ঝনের বোঝা সইতে না পেরে এক ব্যবসায়ী শফিউদ্দিন ঝন্টু (৪৮),ঘাস মারা বিষপান করে আত্নহত্যা করেছে। সে দর্শনা

থানার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের মৃত্য আব্দুর রহমানের ছেলে।

জানাগেছে গত ২১ জানুয়ারি রাত ১০ টার দিকে বাড়িতে থাকা ঘাস মারা বিষপান করে। আশেপাশের লোকজন তাকে চুয়াডাঙ্গা হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী রেফার্ড করেন।

রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সোমবার দুপুর আড়াইটার দিকে মারা যায়।
পারিবারিক সুত্রে জানাযায়, তিনি পেশায় একজন ভুসি মালের ব্যবসায়ী এরই সূত্র ধরে বিভিন্ন এনজিও হতে লোনসহ অন্যান্য স্থানে দেনাদায়ে জর্জরিত হয়ে মানসিক টেনশনে বিষ পান করে আত্মহত্যা করছে। গতকালই তার লাশ গ্রামের কোবরস্থানে দাফন সম্পর্ন হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় কৃষি প্রণোদনায় সরিষা চাষে ঝুঁকছে কৃষকেরা

আলমডাঙ্গা উপজেলার মাঠ এখন হলুদ রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে। প্রকৃতি তার অপরূপে সেজেছে গ্রামীণ জনপদের মাঠ। হলুদ সরিষার খেত গুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমন ধান ওঠার পর হলদে খেতগুলোতে এখন মৌমাছির রাজত্ব। সেই ফুলে মুগ্ধ মৌমাছিরা গুঞ্জন তুলে ফুলে ফুলে পান করছে মধু। তবে হাসিমূখে আবাদি ফসল ঘরে তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে কৃষকেরা।

গত বছরের তুলনায় এবছর আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় সরিষা চাষে ভালো ফলন হয়েছে। কৃষকেরা খুশি থাকলেও বাজার দর নিয়ে কিছুটা শঙ্কিত রয়েছে। তারপরও ফসল ঘরে তোলার অপেক্ষায় রয়েছে গ্রামীণ জনপদের কৃষকেরা।

আলমডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, উপজেলার ১৫ টি ইউনিয়ন ও পৌরসভার বিভিন্ন মাঠে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ও কৃষি বিভাগ প্রণোদনা দেওয়ায় এবার আবাদ বেশি হয়েছে। এবছর ২ হাজার ৪ শত

৭০ হেক্টর জমিতে সরিষা চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। তবে ইতিমধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে ৩ হাজার হেক্টর জমিতে সরিষা চাষ হয়েছে।

ডাউকি ইউনিয়নের মাজু ব্লক সুপারভাইজার রফিকুল ইসলাম জানান, এই অঞ্চলে ২ শত ৫৬ হেক্টর জমিতে সরিষা চাষ হয়েছে। সরকারিভাবে কৃষি প্রণোদনার মাধ্যমে সরিষা চাষ বেড়েছে। এবছর সরকারিভাবে বিঘা প্রতি জমিতে ১ কেজি সরিষা বীজের সাথে ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার প্রণোদনার মাধ্যমে দিয়েছে।
খাদেমপুর ইউনিয়নের বটিয়াপাড়া গ্রামের কৃষক আবুল হোসেন বলেন, উপজেলা কৃষি অধিদফতরের মাধ্যমে সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের সরিষার বীজ ও সার দেওয়া হয়েছে। এ কারণে এবার সরিষার ব্যাপক আবাদ হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় সরিষা ফলন ভালো হয়েছে। সরিষা আবাদে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা করেছে। কোনো সমস্যা হলে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শ নিচ্ছেন। কিছুদিনের মধ্যেই আবাদি সরিষা ঘরে তুলতে পারবো।

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ রেহানা পারভিন জানান, সরকারের প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় এ বছর ১ হাজার ১শ ৫২ হেক্টর জমির কৃষকদের সার ও বীজ দেওয়া হয়েছে। ফলন ভালো পেতে তাঁরা নিয়মিত কৃষকদের পরামর্শ দিচ্ছেন। তাঁরা এ বছর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি সরিষা পাবেন বলে আশা করছেন।

আলমডাঙ্গায় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী পালন

আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক আ ফ ম সিরাজ সামজির প্রথম মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

আজ সোমবার আলমডাঙ্গা ফরিদপুর গ্রামে তার নিজস্ব প্রতিষ্টান দারুল কুরান নুরানী হাফেজিয়া কওমী মাদ্রাসা কক্ষে আলোচনা ও

মিলাদ মাহফিল অনুষ্টিত হয় ।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ওমর আলী মাষ্টার। বক্তব্য রাখেন সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি সহকারি অধ্যাপক আসিফ জাহান, সাহিত্য পরিষদের ভারপ্রপ্ত সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক খ.হামিদুল ইসলাম আজম, গাঙচিল সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদের সভাপতি জামিরুল ইসলাম, সম্পাদক কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার।

সাহিত্য পরিষদের সাংগাঠনিক সম্পাদক কবি গোলাম রহমান চৌধুরির উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন মওঃ আতিকুর রহমান, মওঃ মনিরুজ্জামান, মওঃ শাহাবুদ্দিন সাবু, সহকারি অধ্যাপক আব্দুর রহিম, সিদ্দিকুর রহমান, কবি অহর আলী, নাহিদ হাসান, টিমুনি রহমান, অন্তর হাসানসহ মুসুল্লিগন।

বক্তাগন বলেন, কবি আ ফ ম সিরাজ সামজি একজন অভিজ্ঞ আপাদ মস্তক কবি ছিলেন, যিনি সব সময় দেশপ্রেমের কথা বলেছেন, মানুষের অধিকার পূরণ ও ন্যায্যতা নিশ্চিতের কথা বলেছেন, নিজ সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নয়ন ও অগ্রগমনের কথা বলেছেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার চর্চা করেননি কখনো। আ ফ ম সিরাজ সামজি ছিলেন একজন বহুমাত্রিক মানুষ।

আলমডাঙ্গার ৫টি প্রতিষ্ঠান মালিককে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালত ৫টি দোকানে অভিযান চালিয়ে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহকারী কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদের নেতৃত্বে আজ সোমবার দুপুরের দিকে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

এসময় চুয়াডাঙ্গার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ পৃথক ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করেন।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার চাল পট্টিতে উপজেলা সহকারী

কমিশার (ভূমি) রেজওয়ানা নাহিদের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালিত হয়। দ্রব্য মূল্যের নিয়ন্ত্রণ ও ও অবৈধ মজুদ বন্ধে বাজার মনিটারিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অভিযানে লক্ষী ভান্ডারের মালিক অসিত কুমারকে ৩০ হাজার টাকা, চাল ব্যবসায়ী আবদার আলী বিশ্বাসকে-৫ হাজার, রুবেল বিশ্বাসকে-৩ হাজার, আশরাফুল হককে - ১ হাজার, জাহিদুল ইসলামকে-১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

উপজেলার ভারপ্রাপ্ত (ইউএনও) রেজওয়ানা নাহিদ বলেন, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ এবং অবৈধ মজুদ বন্ধে বাজার মনিটরিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়।

অন্যদিকে চুয়াডাঙ্গা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ বলেন, চাল বাজারে অস্থিরতা ও অবৈধভাবে গোডাউন জাত বন্ধে বাজার মনিটরিং করা হয়। মেয়াদউত্তীর্ণ আটা, ভূসি বিক্রি ও মজুদের অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানকালে আরও উপস্থিত ছিলেন খাদ্য গুদাম রক্ষণ ভারপ্রাপ্ত (ওসি) এলএসডি আব্দুল আলিম ও পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর মারজাহান মোনায়েমসহ পুলিশের একটি দল অংশ নেন।

দামুড়হুদায় সড়ক দুর্ঘটনায় মুন্নার মৃ*ত্যু

দামুড়হুদায় সড়ক দুর্ঘটনায় মুন্নার মৃত্যুতে বিভিন্ন মহলের শোক প্রকাশ করেছে। আজ সোমবার বেলা ৩ টার দিকে দামুড়হুদা গার্লস স্কুলের সামনে মটর সাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাখি ভ্যনের এক্সেলে মুখ ও মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয়ে অকালে প্রান হারায়। নাঈম রহমান মুন্না(২৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে আজ সোমবার বেলা ৩ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার সদরের দশমী পাড়ার মোমিনের ছেলে নাঈম রহমান

দামুড়হুদার দলকা বিলে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের সংঘর্ষ

দামুড়হুদা উপজেলার গোপালপুর গ্রামের দলকা বিলে মাছ ধরাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মারামারির ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের চার জন আহত হয়েছে। আহতরা দামুড়হুদা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ ঘটনায় দামুড়হুদা মডেল থানায় পাল্টাপাল্টি মামলা করেছেন।

উভয় পক্ষের আহতরা হলেন, গোপালপুর গ্রামের আমির হামজার ছেলে জুড়ানপুর ইউপি সদস্য নজরুল ইসলাম (৫০) আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে রুহুল আমীন, অপর পক্ষে একই গ্রামের জালাল মন্ডলের ছেলে মোজাম্মেল ও নুরুল আলমের ছেলে বখতিয়ার হোসেন। হাসপাতালে ভর্তি আছে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বেশ কয়েকজন বাড়ি ফিরে গেছে। এবিষয়ে উভয় পক্ষ দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেছে। এক পক্ষের বাদি উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মৃত জালাল মন্ডলের ছেলে মোঃ হকাজ্জেল (৪৫) এবং অপর পক্ষের বাদি একই গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে মো: রুহুল আমীন (৩০)। উভয় পক্ষ প্রায় ১৫ জনের নামে মামলা দায়ের করে।

পুলিশ সুত্রে জানাগেছে, গতকাল রোববার সকালে দামুড়হুদা উপজেলার দলকা লক্ষিপুর বিল নিয়ে দুই পক্ষ মারামারি করেছে। এতে উভয় পক্ষের ৪ জন আহত হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বেশ কয়েকজন বাড়ি ফিরে গেছে। দুই পক্ষই দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেছে। উভয় পক্ষের মামলা দামুড়হুদা মডেল থানায় প্রক্রিয়াধীন ছিল এবং মারামারির ঘটনায় দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

দলকা লক্ষিপুর বিল মৎস্য সমবায় সমিতর পক্ষে মামলার বাদি উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মৃত জালাল মন্ডলের ছেলে মোঃ হকাজ্জেল বলেন, আমরা নৌকার পক্ষে ভোট করায় দলকার বিলের বিষয় নিয়ে আমাদেরকে

স্বতন্ত্র ট্রাকের নেতাকর্মীরা হামলা চালাচ্ছে। আবার ওপর পক্ষ দলকা বিলে হেমায়েতপুর প্রগতি মৎসজীবী সমবায় সমিতির পক্ষে পাহারাদার ও মামলার বাদি উপজেলার গোপালপুর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে মো: রুহুল আমীন বলেন, আমরা স্বতন্ত্র ট্রাকের পক্ষে ভোট করায় দলকার বিলের বিষয় নিয়ে নৌকার পক্ষের লোকজন আমাদের উপরে হামলা চালাচ্ছে। তাদেরকে বিলে মাছ ধরতে নিষেধ করলেও তারা জোরপূর্বক বিলে মাছ ধরে এবং আমাকে সহ একজন ইউপি সদস্যকেও মারধর করে। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

বিষয়টি নিয়ে এলাকাবাসী জেলা প্রশাসক ও চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনের সংসদ সদস্য হাজি মো: আলী আজগার টগর এমপির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন, দুই পক্ষের মামলা রেকর্ড হয়েছে। আসামিদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে জেলার সকল ইউনিট ইনচার্জ ও অফিসার ফোর্সদের অংশগ্রহণে রবিবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম-সেবা অভিবাদন মঞ্চ থেকে সালামি গ্রহণ শেষে প্যারেড পরিদর্শন করেন।

প্যারেড অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(ক্রাইম এন্ড অপস্) মোঃ নাজিম উদ্দিন আল আজাদ, পিপিএম-সেবা। এ সময় পুলিশ সুপার প্যারেডে অংশগ্রহণকারী অফিসার ফোর্সদের শারীরিক ফিটনেস ও টার্ন আউটের উপর ভিত্তি করে জিএস (গুড সার্ভিসেস) মার্ক প্রদান করেন।

পুলিশ সুপার প্যারেড পরিদর্শনান্তে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং জেলা পুলিশের সকল সদস্যের উদ্দেশ্যে আইজিপি রেঞ্জ ডিআইজি প্রদত্ত নির্দেশনা বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন । এছাড়াও পুলিশ সুপার ২০২৪ সালের ১ম মাস্টার প্যারেডে উপস্থিত টিম চুয়াডাঙ্গার সর্বস্তরের প্রিয় সহকর্মীবৃন্দদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের পুলিশ সদস্যবৃন্দের চমৎকার টার্ণ আউট সুনিপুন প্যারেড প্রদর্শনীর জন্য প্রশংসা করেন।

এ সময় তিনি বলেন, সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য পুলিশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে পুলিশ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করে থাকে। এ মহান দায়িত্ব পালন করতে আইন-শৃঙ্খলা আমাদের শক্তি যোগায়। মাস্টার প্যারেড আমাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে সহায়তা করে। পুলিশের স্মার্ট টার্ণ আউট ও আধুনিক কলাকৌশল রপ্ত করার জন্য নিয়মিত প্যারেড অনুশীলনের বিকল্প নেই। সদ্য সমাপ্ত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনারা পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। সেজন্য আপনাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আজকের মাস্টার প্যারেডে নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য সকল ফোর্সকে GS মার্ক এবং ১০০(একশত) টাকা অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হলো।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্) নাজিম উদ্দীন আল আজাদ পিপিএম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হুমায়রা আক্তার,পুলিশ পরিদর্শক(নিঃ) সাইফুল ইসলাম, ডিএসবি সকল অফিসার ইনচার্জ, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, আরআই, আরওআই, টিআই (প্রশাসন), সকল ক্যাম্প ইনচার্জসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার ও ফোর্স।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেডে পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান পিপিএম-সেবা সভাপতিত্বে রবিবার সকাল এগারোটার সময় জানুয়ারি মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এ সময় পুলিশ সুপার কল্যাণ সভায় অংশগ্রহণকারী সকল অফিসার-ফোর্সদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন। পূর্ববর্তী কল্যাণ সভায় উপস্থাপিত বিষয়ে সমাধানসহ সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে থানা ক্যাম্প ফাঁড়িতে দাপ্তরিক ব্যবহার্য জিনিস-পত্রাদি প্রদান করেন। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করায় এবং দাপ্তরিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় ভালকাজের স্বীকৃতি স্বরূপ শ্রেষ্ঠ অফিসার ইনচার্জ জীবননগর থানা এসএম জাবীদ হাসান, জেলা গোয়েন্দা শাখার শ্রেষ্ঠ এসআই (নিঃ) মোঃ রফিকুল ইসলাম, শ্রেষ্ঠ এএসআই (নিঃ) মোঃ আশরাফুজ্জামান, শ্রেষ্ঠ এসআই(নিঃ) (থানা ফাঁড়ি ক্যাম্প পর্যায়ে) এসআই(নিঃ) মোঃ দিদারুল ইসলাম, শ্রেষ্ঠ এএসআই(নিঃ) (থানা ফাঁড়ি ক্যাম্প পর্যায়ে) এএসআই(নিঃ) মোঃ সাইদুর রহমান, বিশেষ পারফরমেন্স (সর্বোচ্চ সাজা ওয়ারেন্ট তামিল) এএসআই(নিঃ) মোঃ রেয়াজুল ইসলাম সহ সর্বমোট ৩২(বত্রিশ) জনকে পুলিশ সুপার ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন।

মাসিক কল্যাণ সভায় পুলিশ সুপার বলেন, ভাল কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ যেমন পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে, তদ্রূপ অসন্তোষজনক পারফরম্যান্সের জন্য তিরস্কার করা হবে। সকলের ঐক্যবদ্ধ চেস্টায় জেলা পুলিশের সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে।স্বাস্থ্য সেবাসহ ফোর্সের সার্বিক কল্যাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পুলিশের প্রতিটি স্থাপনাসহ আশপাশ এলাকা পরিস্কার পরিছন্ন রাখতে হবে এবং মেসে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশন নিশ্চিত করতে হবে।

উক্ত কল্যাণ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম এন্ড অপস্) নাজিম উদ্দীন আল আজাদ পিপিএম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা

সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হুমায়রা আক্তার,পুলিশ পরিদর্শক(নিঃ) সাইফুল ইসলাম, ডিএসবি সকল অফিসার ইনচার্জ, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, আরআই, আরওআই, টিআই (প্রশাসন), সকল ক্যাম্প ইনচার্জসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার ও ফোর্স।